গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৬ বর্ষ ১২ সংখ্যা ১ - ৭ নভেম্বর, ২০১৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার মানুষ
কোথায় গেল টাস্ক ফোর্স

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরের শেষে বলেছিলেন, তাঁর পাঁচ বছরের কাজের নব্বই শতাংশই তিনি এক বছরে শেষে করে ফেলেছেন। কিন্তু কী সেই কাজ? প্রশ্ন করলে বহু তৃণমূল কর্মীই উত্তর দিতে ঢোক গিলছেন।

লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ কি মুখ্যমন্ত্রীর কাজের মধ্যে পড়ে না? যদি পড়ত তা হলে প্রশাসনের নাকের ডগায় কালোবাজারি মজুতদার ব্যবসায়ীরা অবাধে জনসাধারণের পকেট কেটে চলেছে কী করে? সর্বত্র যেন একটা বল্গাহীন লুঠতরাজ চলেছে। সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকায়। তা সে রাজ্য সরকারই হোক বা কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যে আলু-সবজি-মাছের দাম লাগামছাড়া, তো কেন্দ্রের দয়ায় পেঁয়াজ হচ্ছে আকাশছোঁয়া। দেশে সরকার আছে কি নেই তা বোঝার উপায় নেই।

২২ টাকার চাল লাফ দিয়ে ৩০ টাকায় উঠেছে। অথচ ফসল ওঠার সময় চাষি ধানের দাম হাজার টাকা কুইন্টালও পায়নি। সব সবজি ৪০ টাকার উপরে। চারাপোনাও দেড়শো টাকায় উঠেছে। সবজির দামবৃদ্ধির জন্য প্রশাসনের কর্তা থেকে ব্যবসায়ী সকলেই 'নন্দ ঘোষ' সাজাচ্ছে অতিবৃষ্টিকে। দক্ষিণ বঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টিতে সবজির কিছু ক্ষতি হলেও বাকি জেলায় উৎপাদন যথেষ্ট হয়েছে। তা হলে কেন এই আগুন দাম? রাজ্য মাছ উৎপাদনে প্রথম সারিতে থাকার কথা সিপিএমের মন্ত্রীরাও বলতেন, তৃণমূলের মন্ত্রীরাও বলেন। তা হলে মাছের দাম আগুন হয়ে গেল কেন?

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ। ছবিতে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর।

রাজ্য সরকার কালোবাজারি মজুতদারদের রুখতে টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছিল। টাস্ক কথাটির মানে কাজ, কী কাজ তাঁরা করছেন? ঠাণ্ডা ঘরে বসে কিছু বৈঠক আর কাগুজে বিবৃতি, এতেই কাজ সারা টাস্ক-ফোর্সের? বাজারে বাজারে তাদের যে হানা দেওয়ার কথা ছিল, তা হল না কেন? তবে কি মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য টাস্ক-ফোর্সের এই প্রহসন? মুখ্যমন্ত্রীও তো প্রথম প্রথম কয়েকটি বাজারে ঘুরছিলেন, তা বন্ধ হয়ে গেল কেন?

দুয়ের পাতায় দেখুন

পাটনায় বিস্ফোরণ বিভেদপন্থীদেরই শক্তি দেবে

২৭ অক্টোবর পাটনার রেল স্টেশন, গান্ধি ময়দান এবং তার আশেপাশে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ৫ জন নিহত ও ৫০ জনেরও বেশি আহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর। জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন তিনি। ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিও করেছেন তিনি। সাথে সাথে নিহত ও আহতদের পরিবারকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন।

যারাই এই ঘটনার পিছনে থাকুক না কেন, সাম্প্রদায়িক ও বিভেদপন্থীদেরই এতে শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফলে বিহারের জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন কমরেড শিবশঙ্কর।

কয়লা খনি কেলেঙ্কারি। অভিযুক্ত বিড়লার হয়ে নির্লজ্জ ওকালতি
আবার প্রমাণ হল কংগ্রেস-বিজেপি কাদের দল

কোনও রকম রাখঢাক না রেখেই কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েই দাঁড়িয়ে গেল কয়লা কেলেঙ্কারির অন্যতম নায়ক শিল্পপতি কুমারমঙ্গলম বিড়লাকে বাঁচাতে। সিবিআই যখন বিড়লার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তদন্ত চালাচ্ছে, তখন প্রধানমন্ত্রী সে সবের তোয়াক্কা না করেই বলে দিলেন, বিড়লারা নির্দোষ, কয়লার ব্লক বণ্টনে কোথাও কোনও দুর্নীতি হয়নি।

টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারির পর কয়লা খনি বণ্টন কেলেঙ্কারি। ইউ পি এ সরকারের অসংখ্য কেলেঙ্কারি খচিত মুকুটের দু'টি উজ্জ্বল রত্ন। প্রথমটিতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছিল ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা। দ্বিতীয়টিতে ক্ষতির পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। সরকারেরই কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের (সি এ জি) অভিযোগ, নিয়ম মেনে নিলাম না করে কয়লার ব্লকগুলি বণ্টন করায় বিপুল এই আর্থিক ক্ষতি হয়েছে সরকারের। এর পরই সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে এই দুর্নীতির তদন্তের ভার দেয়। সিবিআই আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর কর্ণধার কুমারমঙ্গলম বিড়লার বিরুদ্ধে এই দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে এফ আই আর দায়ের করে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে। কেন্দ্রীয় সরকারের তৎকালীন কয়লা সচিব পি সি পারেখের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ এনেছে সিবিআই।

সিবিআইয়ের অভিযোগ, ওড়িশার তালাবিরা-২ কয়লা ব্লকটি আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর সংস্থা হিন্দালকোর নামে বেআইনিভাবে বণ্টন করা হয়েছে। এর ফলে সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। এফ আই আরে বলা হয়েছে, কয়লা মন্ত্রকের স্ক্রিনিং কমিটি হিন্দালকোর আবেদন খারিজ করে ব্লকটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা নেভেলি লিগনাইটকে বরাদ্দ করেছিল। এর পরই বিড়লা ব্যক্তিগতভাবে পারেখের সঙ্গে দেখা করেন এবং কয়লা সচিব এই সিদ্ধান্ত বদল করে বেআইনিভাবে তা বিড়লাদের পাইয়ে দেয়।

কুমারমঙ্গলমের বিরুদ্ধে সিবিআই এফ আই আর করায় একেবারে যেন মৌচাকে ঢিল পড়ে গেছে। রে রে করে উঠেছে শিল্পপতিদের নানা সংগঠন। কংগ্রেস প্রথম দিকে চুপচাপ থেকে কিছুটা পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছিল। তারপরই তারা বিড়লার সমর্থনে প্রকাশ্যে মাঠে নেমে পড়েছে। সিবিআই প্রধান রঞ্জিত সিংহ এফআইআরের সমর্থনে তাঁদের কাছে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই তাঁরা কয়লা খনি বণ্টন নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছেন বলা সত্ত্বেও কংগ্রেসের মন্ত্রীরা বলতে শুরু করেছেন, 'যথেষ্ট তথ্য হাতে নিয়ে এই ধরনের পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না সেটা দেখতে হবে। না হলে ভয় এবং অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।' বাণিজ্য মন্ত্রী আনন্দ শর্মা বলেছেন, 'সিবিআইয়ের আচরণে বণিক মহলে ভুল বার্তা

ছয়ের পাতায় দেখুন

মেট্রোয় অস্বাভাবিক ভাড়াবৃদ্ধি প্রত্যাহার করতে হবে

বিপুল হারে মেট্রো ভাড়া বৃদ্ধি ঘোষণা হতেই ২৪ অক্টোবর পার্ক স্ট্রিটে মেট্রো ভবনের সামনে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিবাদ।

মেট্রো রেলে ব্যাপক ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকাশ পেতেই ১৭ অক্টোবর থেকে এস ইউ সি আই (সি) স্টেশনে স্টেশনে বিক্ষোভ দেখায়। কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী ক্ষোভ প্রশমিত করতে সাময়িক পিছু হঠে এখন বিপুল ভাড়াবৃদ্ধি ঘোষণা করেছেন, যা জনস্বার্থবিরোধী।

● নারী নির্যাতন বন্ধ ● পেট্রোপণ্য-বিদ্যুৎ-খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ
● স্কুলে পাশ-ফেল চালু ● ফসলের ন্যায্য দাম ● বেকারদের কাজ
● ন্যায্য মজুরি ● বিনামূল্যে চিকিৎসার দাবিতে

১২ নভেম্বর

মহা মিছিল

হেদুয়া থেকে
রানি রাসমনি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

‘পরমাণু চুল্লি চালু করা চলবে না’
জাপানে ৪০ হাজার মানুষের মিছিল

দেশের পরমাণু চুল্লিগুলি আবার চালু করতে চাইছে জাপান সরকার। এর বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন জাপানের হাজার হাজার মানুষ। ১৩ অক্টোবর রাজধানী টোকিও শহরে সরকারের পরমাণু নীতির বিরুদ্ধে বিশাল বিক্ষোভ মিছিলে সমবেত হলেন ৪০ হাজার মানুষ। মিছিল শুরুর আগে টোকিওর মেট্রোপলিটান এলাকার কেন্দ্রে অবস্থিত হিবিয়া পার্কের সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন জাপানের বামপন্থী শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠনগুলির সদস্যরা সহ নানা সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত মানুষজন। ছিলেন বহু সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভ সমাবেশে ভাষণ দেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জাপানি ঔপন্যাসিক কেনজাবুরো ওয়ে। তিনি সহ অন্যান্য বক্তারা সকলেই জাপানের অ্যাবে সরকারের পরমাণু নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

২০১১ সালের মার্চে বিধ্বংসী সুনামির তাণ্ডবে জাপানের ফুকুশিমা পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে। পরমাণু চুল্লি থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেরিয়ে এসে মিশে যেতে থাকে সমুদ্রের জলে। তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে এলাকার মানুষের অদূর ভবিষ্যতে ক্যান্সার সহ বিভিন্ন ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। বিপর্যয়ের কেন্দ্র থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী এলাকা পর্যন্ত বসবাসকারী দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষকে প্রাণের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে জীবিকা বিসর্জন দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়।

ফুকুশিমা বিপর্যয়ের পরে পরমাণু চুল্লিগুলি অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়ার দাবিতে দেশ জুড়ে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয়। অসংখ্য মানুষ দলমত নির্বিশেষে সামিল হন সরকারের পরমাণু নীতিবিরোধী আন্দোলনে। ব্যাপক জনমতের চাপে জাপান সরকার দেশে চালু থাকা মোট ৫০টি পরমাণু চুল্লি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ঘোষণা করতে বাধ্য হয়, জাপান বিদ্যুতের অন্যান্য উৎস ব্যবহার করবে, এখন থেকে আর পরমাণু বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে না।

আন্দোলনের চাপে সাময়িক ভাবে পিছু হঠতে বাধ্য হলেও তলে তলে আবার পরমাণু কেন্দ্র স্থাপনের ও শাসক পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে পরমাণু চুল্লির যন্ত্রাংশ নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িয়ে তোলার পরিকল্পনা করছে জাপান সরকার। সেজন্যই বিপর্যয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত জাপান সরকার এবং এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিচালক ‘টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি’ বা ‘টেপকো’ বিপর্যয়ের মাত্রা এবং সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব কম করে দেখাবারই লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মিথ্যাচার প্রায়শই ধরা পড়ে যাচ্ছে, এমনকী সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিতও হচ্ছে। পাশাপাশি, ফুকুশিমা বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়ায় ঘরছাড়া দেড় লক্ষ মানুষ যাঁরা এখনও নিজের ঘরে ফিরতে পারেননি, অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তাঁদের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্বও পালন করছে না জাপান সরকার। এ দিকে গত সেপ্টেম্বরে বুয়েনস আয়ার্সে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভায় প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে তাঁর ভাষণে দাবি করেছেন, ফুকুশিমা পরমাণু কেন্দ্রটি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। তেজস্ক্রিয়তার বিপর্যয়কে তাঁরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছেন। অথচ বাস্তব ঘটনা হল, এখনও প্রতিদিন এই পরমাণু কেন্দ্রটি থেকে তেজস্ক্রিয় দূষিত জল বেরিয়ে এসে মাটি ও সমুদ্রে মিশছে।

এই পরিস্থিতিতেই আবার পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন জাপানের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অধিকাংশ মানুষ। তাঁরা বদ্ধপরিকর, পুঁজির মালিকদের মুনাফার পাহাড় আরও বাড়িয়ে তুলতে কোনও মতেই সাধারণ মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার তাঁরা দেবেন না অ্যাবে সরকারকে।

সরকারি পরিষেবা পাওয়ার অধিকার বিল ২০১৩
পরিষেবা প্রদানের পক্ষে যথার্থ নয় — অভিমত জে পি এ-র

ওয়ার্ক কালচার বা কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার নাম করে কিছুদিন আগে তৃণমূল সরকার সরকারি পরিষেবা পাওয়ার অধিকার বিল-২০১৩ নামে একটি বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য অনুমোদন করে। এই সংবাদে রাজ্যের একটা অংশের জনগণ মনে করেছিলেন, এর ফলে সরকারি দপ্তরে কাজে গতি আসবে এবং পরিষেবা যথাযথভাবে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই বিলটি সঠিক পদক্ষেপ নয়। ২৮ সেপ্টেম্বর জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড অচিন্ত্য সিনহা রাজ্যপালকে স্পষ্ট জানান, জনস্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধ পূর্ণাঙ্গ একটি আইন প্রণয়ন করার জন্য সমস্ত সরকারি কর্মচারী ও অফিসারদের সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বর্তমান বিলটির সামগ্রিক পর্যালোচনা করতে একটি সভা জরুরি ভিত্তিতে ডাকা দরকার। রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দিয়ে তিনি জানান, ১) জনগণকে সরকারি পরিষেবা দেওয়ার সমগ্র প্রক্রিয়ায় যারা যুক্ত তাদের সবাইকে এই আইনের আওতায় আনা উচিত। কারণ শুধুমাত্র সাধারণ সরকারি কর্মচারীরাই নয়, বিভিন্ন স্তরের অফিসার, নীতিনির্ধারক ও মন্ত্রীরাও পরিষেবা প্রদানের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু অফিসার ও মন্ত্রীরা এই আইনের আওতার বাইরে।

২) বর্তমান আইনে একটি কমিশন (রাইট টু পাবলিক সার্ভিস কমিশন) গঠন করার অধিকার সরকারকে দেওয়া হয়েছে। এই কমিশনের দায়িত্বে থাকবেন সচিব পর্যায়ের একজন আধিকারিক। তিনি বলেন, আমরা মনে করি, জনগণের সরকারি পরিষেবা পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাধীন, স্বতন্ত্র একটি কমিশন গঠন করা উচিত এবং তার দায়িত্বে থাকা উচিত হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত একজন বিচারপতির।

৩) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একজন নাগরিককে পরিষেবা দিতে না পারার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীর আর্থিক জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং চাকুরি-বিধি অনুযায়ী তার শাস্তির কথাও বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সরকারি পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে, বিভিন্ন বিভাগে লক্ষ লক্ষ পদ খালি। এসবের সমাধানের জন্য কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা আইনে নেই। অন্যদিকে যে নাগরিক সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হলেন তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার বর্তমান আইন স্বীকার করেনি।

৪) এই আইনের বহুবিধ অসম্পূর্ণতা থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সরকারি কর্মচারী ও জনমনকে আলোড়িত করছে তা হল — ‘জনস্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধতা’ এই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রেরণা হিসাবে কতখানি কাজ করেছে?

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-এর আবেদনকারী সদস্য, প্রবীণ পার্টি কর্মী কমরেড অশোক মণ্ডল দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ৫ অক্টোবর রাতে নিজ বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি হাওড়া টাউন লোকাল কমিটির দাসনগর-বালটিকুরি সেলের সাথে যুক্ত ছিলেন।

৭০-এর দশকের শেষদিকে তিনি দলের সংস্পর্শে আসেন এবং দলের কাজকর্মের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি পার্টি মুখপত্র গণদাবীর প্রতিটি সংখ্যা পড়তেন। সাইকেলে চেপে বহু দূরেও বিভিন্ন মানুষের কাছে তিনি গণদাবী পৌঁছে দিতেন এবং অসুস্থ শরীর নিয়েও এই কাজটি করে গিয়েছেন। তীব্র আর্থিক সংকটের মধ্যেও তিনি পার্টি প্রদত্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। প্রথাগত শিক্ষা তাঁর বেশি ছিল না, কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী শিক্ষাকে তিনি এমনভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যার প্রভাবে গোটা পরিবারকে পার্টির সাথে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। প্রত্যেক পার্টিকর্মী ছিলেন তাঁর অত্যন্ত ভালোবাসার পাত্র। তাঁর বাড়ি ছিল পার্টিকর্মীদের জন্য অবারিত এবং সকলেই তাঁর আতিথেয়তা পেত। তিনি চেয়েছেন তাঁর বাড়িটি যেন পার্টির কাজে ব্যবহৃত হয়। ১৯ অক্টোবর হাওড়া টাউন লোকাল কমিটির উদ্যোগে বালটিকুরিতে কমরেড অশোক মণ্ডলের স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় হাওড়া জেলা সম্পাদক কমরেড দেবাশিস রায় তাঁর সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং কমরেডদের তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান।

কমরেড অশোক মণ্ডল লাল সেলাম।

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে
১২ নভেম্বর মহামিছিলের ডাক

একের পাতার পর

সবচেয়ে হাস্যকর হল ১৪ টাকা কেজিতে আলুর দাম বেঁধে দেওয়া। আলুর দাম দীর্ঘদিন ধরেই ছিল ১০-১২ টাকা। পুজোর সময় হঠাৎই আলুর দাম উঠতে উঠতে একেবারে ১৮ টাকায় পৌঁছে গেল। সবজির দামবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৃষ্টির যে অজুহাত অসৎ ব্যবসায়ী এবং প্রশাসনের কর্তারা তুলেছেন, আলুর ক্ষেত্রে তো তা কোনও ভাবেই তোলা যায় না। কারণ এখন বাজারে আসছে যে আলু তা সবই হিমঘরের। তা হলে এই বিপুল দামবৃদ্ধি ঘটল কী করে? সরকারই বা তা শুধু নীরবে দেখে গেল কেন? হিমঘর মালিক এবং ব্যবসায়ীরা যা-খুশি দাম ঠিক করবে এবং জনগণের পকেট কেটে কোটি কোটি টাকা লুটবে আর প্রশাসন এবং সরকারের মন্ত্রীরা তা শুধু বসে বসে দেখবে? এ জন্যই কী সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে এম এল এ, এম-পি, মন্ত্রী তৈরি করেন? অদ্ভুত ব্যাপার হল, ব্যবসায়ী কালোবাজারিরা বেশ কিছু দিন ধরে যখন জনগণের থেকে কোটি কোটি টাকা লুঠ করে নিল, তখন হঠাৎ সরকার ১৪ টাকা কেজিতে আলুর দাম বেঁধে দিল। অর্থাৎ যে আলু ১০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছিল, কালোবাজারিদের কারসাজিতে সরকার তাকে ১৪ টাকায় ‘ন্যায্য’ করে দিল। তা হলে টাস্ক ফোর্সের কাজ কালোবাজারিদের সাথে তাল দেওয়া? কেন তারা হিমঘরগুলিতে হানা দিল না? কেন আড়তদারদের বাড়তি আলু বাজেয়াপ্ত করল না? সিপিএম আমলেও তো ঠিক এই জিনিসই ঘটত। কালোবাজারি মজুতদাররা যখন লাগামছাড়া দাম বাড়িয়ে দিত, তখন একই ভাবে সেই পরিস্থিতি বেশ কিছু দিন চলতে দিয়ে সরকার হঠাৎ খুব উদ্বেগ প্রকাশ করে কিছুটা দাম বেঁধে দিত। সেই ট্র্যাডিশনই কি আজও চলতে থাকবে?

শুধু কালোবাজারিরাই দাম বাড়াচ্ছে তা নয়, সরকার নিজেই তো দাম বাড়িয়ে চলেছে। রাজ্যে তৃণমূল সরকার ১৩ বার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। বিদ্যুতের দাম বাড়লে গৃহস্থের খরচ যেমন বাড়ে তেমনই শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন খরচ থেকে শুরু করে পরিবহণ খরচ সবই বাড়ে। একই ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল-ডিজেলের দাম, রেলের মাশুল, সারের দাম সবই বাড়িয়ে চলেছে, যা মূল্যবৃদ্ধির আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে চলেছে। পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আগাম বাণিজ্য এবং দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজিকে ব্যবসার অনুমোদন মূল্যবৃদ্ধিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সরকার নিজেই যদি মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়, সরকারি নীতি যদি মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক হয়, তা হলে সেই সরকার মূল্যবৃদ্ধি রোধ করবে কী করে? তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা অনায়াসে বলে চলেছেন, দু’-তিন সপ্তাহের আগে বাজারে দাম কমার সম্ভাবনা নেই। সরকারের হাতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন থাকলেও কোনও সরকার তা প্রয়োগ করছে না। গ্রেপ্তার করছে না অসাধু ব্যবসায়ীদের।

আসলে কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারই এই শোষণ চক্রকে ভাঙতে চায় না। কারণ এই চক্রই ভোটবাজ দলগুলির অর্থের জোগান দাতা। তাই দেখা যাচ্ছে, সরকারের পরিবর্তন হলেও এই চক্র সম্পর্কে মন্ত্রীদের মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

শুধু কালোবাজারিরাই দাম বাড়াচ্ছে তা নয়, সরকার নিজেই তো দাম বাড়িয়ে চলেছে। তৃণমূল সরকার ১৩ বার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। তাতে গৃহস্থের খরচ যেমন বাড়ে তেমনই শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন খরচ থেকে শুরু করে পরিবহণ খরচ সবই বাড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল-ডিজেলের দাম, রেলের মাশুল, সারের দাম সবই বাড়িয়ে চলেছে, যা মূল্যবৃদ্ধির আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে চলেছে।

মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত সাধারণ মানুষকে আজ এ কথা বুঝতে হবে যে, সরকারকে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করতে হলে গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনও পথই খোলা নেই। এস ইউ সি আই (সি) যে আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, কিছু কিছু দাবিও এই আন্দোলনের ফলে আদায় করা সম্ভব হয়েছে। সেই আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে আগামী ১২ নভেম্বর মূল্যবৃদ্ধি সহ জনজীবনের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে মহা-মিছিলের ডাক দিয়েছে দল।

কম উৎপাদনে পেঁয়াজ অগ্নিমূল্য? একটি নির্জলা মিথ্যা

২০০৩ থেকে ২০১৩, দশ বছরে ভারতে পেঁয়াজের উৎপাদন ৪২ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ১৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে। শতাংশের হিসাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ৩০০ শতাংশ। এই দশ বছরে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বেড়েছে ১.৭ শতাংশ। তা হলে পেঁয়াজের উৎপাদন ঘাটতির জন্য দাম বাড়ছে - এ কথা কি নির্জলা মিথ্যা নয়? দেশের সব লোক যদি পেঁয়াজ খেয়েই বেঁচে থাকত তা হলেও তো পেঁয়াজের অভাব হওয়ার কথা ছিল না!

কিন্তু পেঁয়াজের দাম ৭০ টাকা থেকে ৯০ টাকা এমনকী ১০০ টাকা কিলোগ্রাম পর্যন্ত উঠেছে। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ার ২৪ অক্টোবর বলেছেন, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং রাজস্থানে অতিবৃষ্টির জন্য পেঁয়াজের ফলন মার খাওয়ার ফলেই দাম বেড়েছে এই রকম ভয়াবহ হারে। আর ২/৩ সপ্তাহের পর থেকেই, নতুন পেঁয়াজ বাজারে আসতে শুরু করবে। তারপরে কমবে পেঁয়াজের দাম। তাঁর অনুরোধ, একটু অপেক্ষা করুন দাম কমে যাবে।

সত্যিই কী তাই!

নাসিকের ন্যাশনাল হর্টিকালচারাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের ডেপুটি ডাইরেক্টর এইচ আর শর্মার মতে এই শেষ খরিফ মরশুমে পেঁয়াজের ফলন বাড়তে চলেছে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের অধীন 'ডাইরেক্টরেট অফ অনিয়ন অ্যান্ড গার্লিক রিসার্চ' (ডিওজিআর)-এর তথ্যানুযায়ী, এ দেশে উৎপাদিত মোট পেঁয়াজের ৫০ শতাংশের বেশি হয় রবি মরশুমে। মার্চ এপ্রিল মাসের মধ্যে এই ফসল ওঠে। এই বছর রবি মরশুমে প্রায় ২০ শতাংশ বেশি পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়েছে বলে কৃষি দপ্তর আগে জানিয়েছিল। খরিফ মরশুমের শুরুতে জুলাই মাসের শেষে যে পেঁয়াজ ওঠে তাতে মোট উৎপাদনের ৩০ শতাংশ আসে। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক জানিয়েছে সেই উৎপাদন ছিল স্বাভাবিক। বাকি ২০ শতাংশ পেঁয়াজ আসে শেষ খরিফ মরুশুমে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে। তাহলে, কেন্দ্রীয় সরকারের কথা মেনে নিয়ে যদি ধরাও যায়, শেষ খরিফ মরশুমে অতিবৃষ্টির জন্য পেঁয়াজ উৎপাদন মার খেয়েছে, তা হলেও তো কোনও ঘাটতি থাকার কথা নয়! তা হলে কি পেঁয়াজ রপ্তানির জন্য দাম বেড়েছে? ডিওজিআর জানিয়েছে গত ৩-৪ বছর ধরে পেঁয়াজের মোট উৎপাদনের দশ শতাংশ রপ্তানি এবং দশ শতাংশ নানা কাজের জন্য প্রক্রিয়াকরণে যায়। এই ক্ষেত্রে আকস্মিক কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। কম উৎপাদনের যুক্তি তাহলে ধোপে টেঁকে না তো!

কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার সদস্য গীতা গৌরি এক রিপোর্টে দেখিয়েছেন — বৃহৎ ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কৃষকদের কাছ থেকে পেঁয়াজ কেনা থেকে শুরু করে পাইকারি নিলাম পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে। পেঁয়াজ মাঠে থাকতে থাকতেই তারা আগাম দাম নির্ধারণ করে ফেলে। এমনকী সরকারি কৃষক মান্ডিতে এই চক্রের বাইরের কেউ পেঁয়াজ নিলামে অংশ নিতেও পারে না। এই রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, পেঁয়াজ চাষিরা গত রবি এবং খরিফ মরশুমে শুরুতে দাম পেয়েছেন কিলো প্রতি গড়ে ৫ টাকা। চাষিকে সর্বস্বান্ত করার এই ঘটনা আরও নির্দিষ্ট করে দেখিয়েছেন ব্যাঙ্গালোরের 'ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল অ্যান্ড ইকনমিক চেঞ্জ'-এর গবেষকরা। তাঁরা কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ চাষি, পাইকারি ব্যবসায়ী, কমিশন এজেন্ট, খুচরো বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের উপরে বিস্তারিত গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন কতিপয় বৃহৎ ব্যবসায়ী বিভিন্ন বাজারে ছড়িয়ে থাকা মধ্যসত্বভোগীদের সঙ্গে সুদৃঢ় নেটওয়ার্ক গড়ে তাদের ইচ্ছামতো দামে পেঁয়াজ বিক্রি এবং মজুত নিয়ন্ত্রণ করছে। এই রিপোর্টে আহমেদনগরে একটি কৃষক মান্ডিতে পেঁয়াজ নিলামের নামে চাষির সঙ্গে জুয়াচুরির একটি ঘটনাকে বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় কী ভাবে চাষিরা মার খাচ্ছেন।

গত জুলাই মাসে ঐ কৃষক মান্ডিতে পেঁয়াজ নিলামের সময়, দুই বৃহৎ পেঁয়াজ ব্যবসায়ীর মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে তাদেরই একজন সর্বোচ্চ দর দেয় কুইন্টাল প্রতি ৪০৫ টাকা। অন্য কারও সাধ্য ছিল না নিলামে অংশ নেয়। চাষিরা বাধ্য হয় ঐ দামেই তাদের কাছে পেঁয়াজ বিক্রি করে দিতে। ঐ দুই জন ভাগ করে সমস্ত পেঁয়াজ কিনে নেয়। সেই পেঁয়াজ পরে বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা কিলো দরে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারেরই তিনটি সংস্থার তৈরি করা রিপোর্ট বলছে, মজুতদারি, ফাটকাবাজি, অসাধু মুনাফাখোরদের বিস্তৃত জালে জড়িয়েই পেঁয়াজ অগ্নিমূল্য হয়েছে। এখন কৃষিমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর কিছুদিন সবুর করুন বাজারে পেঁয়াজের বন্যা বইয়ে দেব। তখন নাকি দাম কমবে। তা হলে এতদিন যে প্রায় রাহাজানি করে জনগণের পকেট লুঠ করল বৃহৎ ব্যবসায়ীরা তার জন্য সরকার কী দায়িত্ব নেবে? ঐ অসাধু ব্যবসায়ীদের শাস্তি দেবে? অসাধু উপায়ে কামানো টাকা তাদের কাছ থেকে আদায় করবে সরকার? মানুষ জানে এ কাজ করা দূরে থাক নেতা-মন্ত্রীদের টিকি ঐ জালেই বাঁধা আছে। জনগণকে ধোঁকা দিতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ চাষিদের জন্য ৯২১.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। সেই টাকায় নাকি ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ সহ নতুন পেঁয়াজ বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। কৃষকরা যাতে মাঠ থেকে মান্ডিতে ফসল সরাসরি নিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু ভুক্তভোগী মাত্রই জানে, চাষি, ব্যবসায়ী, ফড়েদের হাতেই যাবে এই টাকা। তাদের আরও অবাধ লুটের ব্যবস্থা হবে।

হইচই হচ্ছে বলে দু-চারদিন কিছুটা দাম কমবে, তারপর নতুন অজুহাতে আবার বাড়বে দাম। এই শয়তানি চক্র চলতেই থাকবে যদি মানুষের সংঘবদ্ধতার জোরে তাকে ভাঙা না যায়।

রাহুল গান্ধীর প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা

ক্ষুধা মিটেছে, বেকারিও গেছে। এবার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুও তাহলে দূর হবে দেশ থেকে! কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধী অন্তত সেরকমই আশ্বাস দিলেন।

২৩ অক্টোবর রাজস্থানের এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি ঘোষণা করেছেন, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জিতে কংগ্রেস দেশের ক্ষমতায় পুনরায় এলে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সহ বিনামূল্যে চিকিৎসার অধিকার দেবে সর্বসাধারণকে। কিছুদিন আগে মধ্যপ্রদেশে এক নির্বাচনী জনসভায় কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী দেশে খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে কতটা আগ্রহী, তার আবেগময় কাহিনী তিনি শুনিয়েছিলেন জনতাকে। খাদ্য সুরক্ষা বিল আইনে পরিণত করার ভোটাভুটিতে অংশ নিতে না পেরে তাঁর মা কেমন বিমর্ষ হয়েছিলেন, ভোট না দিয়ে অসুস্থ অবস্থাতেও সংসদ ছেড়ে হাসপাতালে যেতে রাজি হননি, এ সব কথা তুলে ধরেছিলেন নাটকীয়ভাবে। অনেকেরই হয়ত স্মরণে আছে, কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাগিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বা সংসদ পদ খারিজ হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকারেরই আনা অর্ডিন্যান্সকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে বলেছিলেন। স্তাবকরা সজোরে হাততালি দিয়ে বলেছিল, এই না হলে নেতা!

রাহুল গান্ধী নিছক আবেগতাড়িত হয়ে এসব কথা বলে চলেছেন, তা একেবারেই নয়। চার রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস যখন রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরেছে, তখন প্রতিশ্রুতির প্রতিযোগিতায় তাঁকে এই সমস্ত বুলি আওড়াতেই হবে। তাই শিক্ষার অধিকার, খাদ্য সুরক্ষার অধিকারের পর জনগণের সেবায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সুরক্ষা দেওয়ার ঘোষণা করতে হচ্ছে তাঁকে। এমনভাবে প্রচার তোলা হচ্ছে যেন বাকি অধিকারগুলি ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছেন দেশের মানুষ। বাকি রয়েছে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সুরক্ষা। স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিলে তো ভালোই। দু'বেলা না খেতে পাওয়া মানুষ তো দুর্মূল্য চিকিৎসা করানোর কথা ভাবতেই ভয় পায়। সত্যিই যদি তাঁরা এ বিষয়ে এত আন্তরিক, তাহলে তা আগে করেননি কেন? তাঁরাই তো কেন্দ্রে ক্ষমতায়। তাঁর সরকারই তো পুঁজি মালিকদের অবাধ মুনাফাক্ষেত্র করে দিয়েছে চিকিৎসা পরিষেবাকে। পরিণামে এই পরিষেবা মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে, ওষুধের দামও বেড়ে গেছে ভয়ঙ্করভাবে। অসুস্থ ব্যক্তির পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে তো তাদেরই স্বাস্থ্যনীতির জন্য।

রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'দাঙ্গা বাধানো বিজেপির 'ফুলটাইম' কাজ, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে ঘৃণ্য শক্তি বিজেপি'। এ কথা ঠিক। কিন্তু এই ঠিকটা কি দেশের মানুষকে শুনতে হবে আর এক দাঙ্গাবাজ কংগ্রেস নেতার কাছ থেকে। শত শত দাঙ্গায় কংগ্রেস নেতাদের হাত রক্তাক্ত, সেই হিসাব তো রয়েছে। ১৯৮৪ সালে দিল্লিতে শিখ নিধন কাণ্ডে কংগ্রেস নেতাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা কে না জানে। আর বিচ্ছিন্নতা? সম্প্রতি অন্ধ্রের তেলেঙ্গানা নিয়ে যা করা হল, তা তো অতি ন্যক্কারজনক।

দেশের যুবসমাজকে ভোলাতে তিনি আরেকটি নতুন চাল চেলেছেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালানোর সাথে যুবকদের যুক্ত করার অঙ্গীকার করেছেন। কংগ্রেস বা অন্য সংসদীয় দলগুলির লুটেরা রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে যুবকরা দেশের কী কল্যাণ করবে? তিনি বলেছেন, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার রুদ্ধ ঘরে তৈরি নয়, মানুষের মতামতের, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম ও মহিলাদের মতামতের ভিত্তিতে তা তৈরি হয়েছে। সেই তরুণ ও মহিলারা কারা?

রাহুল গান্ধীর পরবর্তী আবিষ্কার — মুজফফরনগরের মুসলিম যুবকরা নাকি পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর সাথে যোগাযোগ রাখে। হঠাৎ এমন কথা বলার দ্বারা আসলে রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস হিন্দু ভোটব্যাঙ্ককে তুষ্ট করতে চেয়েছে যাতে হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক সবটাই বিজেপি-র পক্ষে না যায়। এ যদি সাম্প্রদায়িকতা না হয়, তাহলে কী? মনে হতে পারে, এমন এক ব্যক্তিকে কংগ্রেস কী করে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করল? আসলে কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্র সর্বজনবিদিত। গান্ধী পরিবারের কেউ যদি নেতার পদে না থাকেন, তাহলে দলই ভেঙে যাবে। অতএব, রাজীব-সোনিয়া তনয় যতই বালকসুলভ আচরণ করুন, প্রচারযন্ত্র দিয়ে তাকেই হিরো বানাতে হবে।

বিহারে গণহত্যার আসামীরা খালাস
তীব্র প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আরওয়াল জেলার লক্ষ্মণপুর বাথে এলাকায় তথাকথিত নিম্নবর্ণের ৫৮ জন মানুষকে হত্যা করেছিল জোতদারদের ভাড়াটে গুণ্ডা রণবীর সেনা। নিহতদের মধ্যে ছিলেন ২৭ জন মহিলা এবং ১০ টি শিশু। সারা দেশ জুড়ে সেদিন নিন্দার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণনও এই ঘটনাকে জাতীয় লজ্জা আখ্যা দিয়েছিলেন। নিম্ন আদালত ১৬ জনের ফাঁসি এবং ১০ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু ১৬ বছর পর গত ১০ অক্টোবর পাটনা হাইকোর্ট সেই অভিযুক্তদের খালাস করে দেয়।

এস ইউ সি আই (সি) বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শিবশংকর এক প্রেস বিবৃতিতে প্রশ্ন তুলেছেন, তা হলে এই নৃশংস গণহত্যার ঘটনায় দোষী কে? জনগণের টাকায় পোষিত সরকার-পুলিশ-প্রশাসন, সি আই ডি থাকার দরকার কী? মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব সরকার ও পুলিশ-প্রশাসনের। কাজেই এই গণহত্যার দায় তাদেরই নিতে হবে। এই অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

হোসিয়ারি শ্রমিকদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির আহ্বানে দেউলিয়া হরিরাম হাইস্কুলে হোসিয়ারি শ্রমিকদের চতুর্থ জেলা সম্মেলন বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৩ শতাধিক হোসিয়ারি শ্রমিক এই সম্মেলনে অংশ নেন। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা সম্পাদক নেপাল বাগ। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ভট্টাচার্য, এ আই ইউ টি ইউ সি-র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি ফনীভূষণ চক্রবর্তী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সিদ্ধার্থ মহাপাত্র, রাজ্য কমিটির সদস্য মানস সিনহা প্রমুখ। সম্মেলনে হোসিয়ারি শ্রমিকদের ৯ শতাংশ হারে সম্প্রতি বোনাস আদায়ের দাবিকে সংহত করে রাজ্য সরকার ঘোষিত ২০১৩ সালের ন্যূনতম মজুরি চালুর লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ছাড়াও সমস্ত শ্রমিকদের পরিচয়পত্র, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই, ২০ শতাংশ হারে শারদীয়ার বোনাস, সরকারি ছুটিগুলি সবেতন ছুটি সহ সপ্তাহে ১ দিন ছুটির দাবি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে মধুসূদন বেরাকে সভাপতি, নেপাল বাগকে সম্পাদক করে হোসিয়ারি ইউনিয়নের ৩৩ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

উল্লেখ্য, এই ইউনিয়ন দীর্ঘ দিন ধরে শ্রমিকদের এই দাবিগুলি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করলে শ্রমিকরা ৯ শতাংশ হারে বোনাস পায়, দু'বার মজুরি বৃদ্ধি কার্যকর হয়। বেআইনি ভাবে ছাঁটাই করা কয়েকজন শ্রমিককে পুনরায় কাজে বহাল করা হয়। ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ২৪২ টাকা চালুর দাবিতে শ্রমমন্ত্রীকে দেখা করে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

আগরতলায় শিক্ষা সেমিনার

এ আই ডি এস ও রামঠাকুর কলেজ ইউনিটের উদ্যোগে ৭ অক্টোবর আগরতলা যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি হলে শিক্ষা বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ধ্রুবব্রত দত্তরায়, ডঃ অলক শতপথি এবং সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মৃদুলকান্তি সরকার বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতি অনুসরণ করে ত্রিপুরার সিপিএমফ্রন্ট সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষাকে ঐচ্ছিক করতে চলেছে এবং শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকিকরণ ঘটাচ্ছে। এদিকে স্কুল ও কলেজে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। তাঁরা এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিদ্যুতের আবারও মাশুল বৃদ্ধির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অ্যাবেকার বিক্ষোভ

এম ভি সি এ আইন রদ, বাংলা সহ আঞ্চলিক ভাষায় বিদ্যুৎ বিল তৈরির দাবি সহ পুনরায় মাশুল বৃদ্ধির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) ২২ অক্টোবর কলকাতায় এক প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে। কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল ভিক্টোরিয়া হাউসের দিকে এগোলে পুলিশ এসপ্ল্যানেডে মিছিলের গতিরোধ করে। সি ই এস সি কর্তৃপক্ষের কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরি বলেন, রাজ্যজুড়ে গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে কর্মসূচি নিয়ে গ্রাহকদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই এই আন্দোলন। তিনি বলেন, কোনওভাবেই বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করা যাবে না।

২৩ অক্টোবর একই দাবিতে সল্টলেকের বিদ্যুৎ ভবনে মিছিল সহকারে স্মারকলিপি দেয় অ্যাবেকা।

উর্দুমাধ্যমে পঠন-পাঠন এবং নতুন কলেজ স্থাপনের দাবি

উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর ব্লকে কলেজ স্থাপনের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে এ আই ডি এস ও গোয়ালপোখর আঞ্চলিক কমিটি। এই ব্লকের ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ ৮০ কিমি দূরত্বে ইসলামপুর কলেজে বা সমদূরত্বের ডালখোলা কলেজে গিয়ে পড়াশুনা করতে হয়। এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ খেতমজুর, প্রান্তিক চাষি, বিড়ি শ্রমিক, ভিনরাজ্যে খাটতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিক বা নিম্নবিত্ত। তাদের পক্ষে এতদূরে গিয়ে পড়াশুনা বাস্তবিকই অসুবিধার। তাই, এ আই ডি এস ও এই ব্লকে কলেজ স্থাপনের দাবি তুলতেই ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে । দেড় বছর আগে ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর স্বাক্ষরিত দাবিপত্র বিডিওর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হলেও আজও এ বিষয়ে কোনও সরকারি তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় এ আই ডি এস ও আবারও স্বাক্ষর সংগ্রহ করে প্রবল জনমত তৈরি করে আন্দোলনকে তীব্র করার পথে নেমেছে। ২২ অক্টোবর আবার বি ডি ও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাদের আরও বক্তব্য, এই ব্লকে একটা বিরাট অংশের মানুষ উর্দুভাষী হওয়া সত্ত্বেও জেলায় উর্দু মিডিয়ামে পড়ার কোনও কলেজ নেই। তাই তারা দাবি করছে, এই ব্লকে একটি পূর্ণাঙ্গ কলেজ স্থাপন করতে হবে এবং তাতে উর্দু মাধ্যমে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ডি এস ও-র ব্লক সম্পাদক কমরেড সুজনকৃষ্ণ পাল সহ কমরেডস নির্মল সরকার, সিকিন্দার আলম, দীপক সিংহ, বাবু মণ্ডল প্রমুখ।

বেকারের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে আমেরিকা, ব্রিটেনে

বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দার কোপে কর্মহীনতার চাপ বাড়ছে উন্নত দেশগুলিতেও। হু হু করে বেকার সংখ্যা বাড়ছে আমেরিকা, ব্রিটেন, স্পেন, গ্রিস, ইতালি, পর্তুগাল সহ গোটা উন্নত বিশ্বে। গত এক বছরে কাজ হারিয়ে বেকারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক কোটি ৭০ লক্ষ। সম্প্রতি প্যারিসের 'ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট' নামের একটি সংস্থার সমীক্ষায় উন্নত বিশ্বে বেকার বৃদ্ধির এই করুণ হাল ধরা পড়েছে।

এতদিন ভারতের মতো গরিব দেশগুলির সঙ্গে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল বেকারের যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণা লাঘবের পথ খুঁজতে না খুঁজতেই ২০০৮ সালে বিশ্বজুড়ে আছড়ে পড়ে আর্থিক মন্দা। তার প্রভাব থেকে গা বাঁচাতে পারেনি উন্নয়নশীল দেশগুলি। ফলে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়তে থাকে। কিন্তু আমেরিকা, ব্রিটেন, ইতালি কিংবা গ্রিসের মতো উন্নত দেশগুলিতে আর্থিক মন্দার প্রভাব এতটা কঠোর হবে তা বোধহয় ভাবতে পারেননি কেউই। ঐ সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর 'চক্ষু চড়কগাছ' হওয়ার জোগাড় তাবড় অর্থনীতিবিদদের।

আমেরিকা, স্পেন, ইতালি, গ্রিস, ব্রিটেন সহ মোট ৩৩ টি উন্নত দেশের উপর সমীক্ষা চালায় সংস্থাটি। সেই সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, আর্থিক মন্দা শুরু হওয়ার আগের বছর অর্থাৎ ২০০৭ সাল পর্যন্ত উন্নত দেশগুলিতে বেকারের সংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ ৬০ হাজার। মন্দার প্রভাব শুরু হওয়ার পর থেকে লাগামছাড়া ভাবে বেড়ে গিয়েছে বেকারের সংখ্যা। গত এক বছরের মধ্যে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে এক কোটি ৭০ লক্ষ। বেকার বৃদ্ধির এই গ্রাফ রেখা দ্রুত ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার কারণ হিসাবে তারা জানাচ্ছে, মন্দার প্রভাব ফেলেছে কর্মসংস্থানের উপর। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে। বিভিন্ন শিল্প সংস্থাগুলি ব্যয় সংকোচনের রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে আকছার কর্মী ছাঁটাই করেছে। শিল্পের গড় উৎপাদন কমে যাওয়ায় বাজারের ব্যাপ্তিও কমে গিয়েছে। ফলে একদিকে যেমন ছেলেমেয়েরা নতুন কাজ পাচ্ছে না, তেমনই অন্যদিকে ছাঁটাই কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে। এই দু'য়ের যোগফল দ্রুত বেকার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি আমেরিকার মতো একটি আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে। সমীক্ষা অনুযায়ী বেকারত্ব বৃদ্ধির হার আমেরিকায় অন্যান্য উন্নত দেশগুলির চেয়ে অনেক বেশি। এই এক বছরে এখানে বেকার বৃদ্ধির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৭ শতাংশ। তারপরেই স্লোভাক প্রজাতন্ত্র (৭০.৭ শতাংশ) এবং ইতালিতে বেকার বৃদ্ধির হার ৫৬.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উন্নত দুনিয়ায় এই বেকারত্ব বৃদ্ধির সংকট মোকাবিলায় এখনই কোনও বিকল্প পথ নেই বলেও ওই সমীক্ষায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

(বর্তমান, ২১-১০-২০১৩)

রঘুনাথপুরে ইউনিয়ন অফিস উদ্বোধন

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন (ডিভিসি) কনট্রাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকদের নানা দাবির ভিত্তিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। ধারা-বাহিকভাবে আন্দোলন চললেও ইউনিয়নের কোনও নিজস্ব অফিস ছিল না। ইউনিয়নের সমস্ত সদস্য ও এলাকার মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাহায্যে গত ২০ অক্টোবর একটি ইউনিয়ন অফিস উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন জেলার এ আই ইউ টি ইউ সি-র প্রবীণ সংগঠক কমরেড এস এস ঠাকুর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) পুরুলিয়া জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য, এ আই ইউ টি ইউ সি -র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সমর সিনহা ও জেলা নেতৃবৃন্দ।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপারদের আন্দোলনের জয়

২০ সেপ্টেম্বর ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপারদের তীব্র আন্দোলনের ফলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর রাজ্য অর্থ দপ্তরের আদেশ অনুযায়ী মাসে ২০০০ টাকা বেশি দিতে বাধ্য হল। এই জয়ে ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপাররা উচ্ছ্বসিত। তারা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর মর্যাদা, বোনাস ও সামাজিক নিরাপত্তার দাবিতে আগামী দিনে আন্দোলনকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। কৃষি, আই সি ডি এস, স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য দপ্তরগুলিতে যাতে একই হারে বেতন বৃদ্ধি হয় এবং পূজার বোনাস দেওয়া হয় সেই ব্যাপারে জেলাশাসকের পক্ষে অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) তদ্বির করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপাররা ঐ দিন জেলাশাসকের মূল গেট অবরোধ করেন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ চলবে বলে ঘোষণা করেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মেদিনীপুর জেলা ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার ইউনিয়নের (জে পি এ অনুমোদিত) পক্ষে কমরেডস মধুসূদন বেরা, অমিত মান্না, সুমিত্রা দাস, স্বপন কর, বাদল মাইতি, গুরুপদ সামন্ত প্রমুখ। আগামী দিনে দপ্তরে দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়।

‘ইজ্জত’ রেল টিকিট ব্যবস্থা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র
সাংসদ তরুণ মণ্ডলের তীব্র প্রতিবাদ
পরিচারিকা সমিতির আহ্বানে স্টেশনে স্টেশনে রেল অবরোধ

হাবড়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা

গরিব মানুষের জন্য ২০০৯ সালে চালু হওয়া ইজ্জত মান্থলি ইস্যু করার নিয়মে রেল বোর্ড যে বদল ঘটিয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন জয়নগরের এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ তরুণ মণ্ডল। এতে গৃহ পরিচারিকা, নির্মাণ কর্মী ও শ্রমিকরা, যাঁরা গ্রাম থেকে কলকাতায় বা শহরতলিতে কাজের জন্য প্রত্যহ আসা-যাওয়া করেন, তাঁরা অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়ছেন। মাসিক ১৫০০ টাকা রোজগেরে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্যই এই মান্থলি চালু হয়েছিল। সম্প্রতি রেলমন্ত্রক এক নির্দেশিকায় জানায়, ইজ্জত মান্থলি পেতে হলে গ্রাহকদের সাংসদ বা বিধায়ক ছাড়াও বিডিও, তহশিলদার বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে। তার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ সাংসদ বলেছেন, এটা জনপ্রতিনিধিদের রীতিমতো অবমাননা। তিনি রেলমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়ে নির্দেশিকাটি অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন।

বহড়ু, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

জনাই, হুগলি

মিথ্যা আয়ের প্রমাণপত্র দাখিল করে অনেক সম্পন্ন যাত্রীও ইজ্জত ব্যবহার করছে এই অভিযোগ তুলে রেলমন্ত্রক এই নির্দেশিকা জারি করেছে। সাংসদ বলেন, যদি ধরেও নেওয়া যায় কিছু দুর্নীতি হচ্ছিল, তাতেই কি কার্যত এটা বন্ধ করে দিতে হবে? রেলবোর্ডেও কি দুর্নীতি হয় না? বোর্ডের সিদ্ধান্তে যে প্রচুর সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়লেন, তার কী হবে? গরিব মানুষ কাজ ফেলে দিনের পর দিন প্রশাসনিক আধিকারিকদের দরজায় দরজায় ঘুরবে, না কাজ করবে? নাকি রেলমন্ত্রক ঘুরিয়ে বলতে চায়, গরিব গ্রাহকরা রেলের অন্যান্য যাত্রীদের মতো প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মান্থলি টিকিট কাটুক, যা তাদের নিতান্তই সাধ্যের বাইরে।

নির্দেশিকা জারি হতেই প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে অবরোধ, বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন খেটে-খাওয়া মানুষ, পরিচারিকা ও বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা। ২৮ অক্টোবর সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির নেতৃত্বে রাজ্যের সর্বত্র রেলস্টেশনগুলিতে সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটা পর্যন্ত অবরোধ করা হয়। বহড়ু, ঘুটিয়ারি, চম্পাহাটি, সোনারপুর, মগরাহাট, হাবড়া, জনাই সহ অন্য জেলাগুলির বিভিন্ন জায়গায় রেলপথ অবরোধ করা হয়। অবরোধে পরিচারিকা ও অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা ছাড়াও অসংখ্য সাধারণ মানুষ সামিল হয়েছেন।

সোনারপুর

ঘুটিয়ারি শরিফ, ক্যানিং

রেলভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত জনবিরোধী

মেট্রো সহ রেল ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১১ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেছেন,

কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার এই মাস থেকে পরিচালনার ব্যয়বৃদ্ধির অজুহাতে ট্রেনে স্লিপার ক্লাস, এ-সি ক্লাসের ভাড়া এবং পণ্যমাশুল বাড়িয়েছে। গত জানুয়ারি মাসেই পার্লামেন্টকে এড়িয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের দ্বারা রিজার্ভেশন ফি, তৎকালের চার্জ, অফিস সংক্রান্ত খরচপত্র, ক্যানসেলেশন চার্জ ও সুপার ফাস্ট সারচার্জ বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০ শতাংশ ভাড়া বাড়ানোর পর আবার এই বৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির বোঝায় ন্যুব্জ জনসাধারণ, যার ৮০ শতাংশই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হল। অথচ ট্রেনের কামরা পরিচ্ছন্ন রাখা থেকে শুরু করে অন্যান্য যাত্রী সুবিধা ও নিরাপত্তায় সরকারি অবহেলা আগের মতোই চলছে। রেলের দুর্নীতিতেও বিরাট পরিমাণ টাকা লুঠ হয়ে যাচ্ছে। এগুলি সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে লোকসানের অজুহাতে ভাড়াবৃদ্ধি একটি চরম অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত।

আগামী লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি ও মান্থলি টিকিটের ভাড়া এবার না বাড়ালেও সরকার বিগত বাজেটে পর্যায়ক্রমে ভাড়া বাড়াবার স্বৈরাচারী ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিয়মিত ভাড়াবৃদ্ধির রাস্তা খুলে রেখেছে। এভাবেই জ্বালানির খরচ ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয়বৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে যে কোনও সময়ে ভাড়াবৃদ্ধিকে রেওয়াজে পরিণত করা হয়েছে। রেলের মতো একটি গণপরিষেবার ক্ষেত্রে যেখানে সরকারের উচিত ছিল পণ্য পরিবহণ মাশুল ও যাত্রীভাড়া প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে জনগণের আয়ত্তে রাখা, সেখানে কংগ্রেস সরকার উল্টো পথে হাঁটছে। অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হল, সিপিআই, সিপিএম সহ তথাকথিত বিরোধী দলগুলি লোকসভায় কিছু মামুলি প্রতিবাদ করেই নিজেদের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছে, যাতে বুর্জোয়া শ্রেণির আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ক্ষমতার অলিন্দে থাকা যায়।

আমরা কলকাতায় মেট্রো রেলের ভাড়া এক ধাক্কায় প্রায় ১০০ থেকে ১২৫ শতাংশ বৃদ্ধির তীব্র নিন্দা করছি। কলকাতায় সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে মেট্রো রেল অসংখ্য সাধারণ মানুষের যাতায়াতের একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। এক্ষেত্রেও সরকার কোনও অজুহাতেই ভাড়া বৃদ্ধি করতে পারে না। বরং প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দিয়েই সাধারণ মানুষের স্বার্থে মেট্রো রেল চালানো তাদের অবশ্যকর্তব্য।

একটি বিষয় পরিষ্কার যে, জনসাধারণ যদি সংঘবদ্ধ হয়ে এবং তৃণমূল স্তর থেকে যাত্রী কমিটি গড়ে তুলে সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে না তোলেন, তবে সরকারি এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করা যাবে না। সেই পথে এগিয়ে আসার জন্য আমরা জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি।

শিক্ষার দাবিতে বিহারে শিক্ষাবিদদের বিক্ষোভ

ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস ২৬ সেপ্টেম্বরে পাটনার ভগৎ সিং চকে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীরা শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকিকরণ, পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন কমিটির বিহার রাজ্য শাখার সভাপতি অধ্যাপক ঈশ্বরী প্রসাদ।

পরিচারিকাদের সন্তানদের খাতা-কলম প্রদান দত্তপুকুরে

পরিচারিকাদের সন্তানদের হাতে খাতা-কলম ইত্যাদি শিক্ষাসামগ্রী তুলে দিল সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির দত্তপুকুর শাখা। ৮ সেপ্টেম্বর দত্তপুকুর স্টেশন সংলগ্ন এক বস্তিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সহ সভানেত্রী যমুনা কুণ্ডু, রাজ্য সম্পাদিকা লিলি পাল, শিখা দাস প্রমুখ। শিশুরা গান, আবৃত্তি পরিবেশন করে।

মদের প্রসার ঃ দল আলাদা নীতি এক

কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম। চারটি ভিন্ন পার্টি। তাদের ঝান্ডা আলাদা, স্লোগান আলাদা। কিন্তু তাদের মদ-নীতির মধ্যে অদ্ভুত মিল। এই চারটি দলই যে যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে বা ছিল, মদের ঢালাও প্রসারে প্রত্যেকেই অত্যন্ত তৎপর।

তৃণমূল কংগ্রেসের কথাই ধরা যাক। এই দুর্গা পুজোর কয়েকদিন আগে রাজ্য সরকার আবগারি দপ্তরকে রীতিমতো সার্কুলার দিয়ে জানাল পুজোর মরসুমে মদের জোগানে যেন কোনও ঘাটতি না থাকে। মদকে এভাবে কার্যত শারদোৎসবের অঙ্গ

করে দেওয়া বিস্ময়কর এবং উদ্বেগজনক। মদ সহজলভ্য করার জন্য পৃথক মদের দোকান খোলাই শুধু নয়, পাড়ার যে সমস্ত দোকান থেকে চাল ডাল তেল মশলা বিক্রি হয়, সেসব দোকান থেকেও মদ বিক্রির অনুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার।

সরকারের এই মদ প্রসার নীতি সমাজের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। আমাদের সমাজে নারী নিগ্রহের যে ঘটনাগুলি ঘটছে তার সিংহভাগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে অপরাধীরা ছিল মদ্যপ। গৃহে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রেও মদ্যপান অন্যতম একটা বড় কারণ। যুব সমাজের একটা বৃহৎ অংশ আজ মদের নেশায় আচ্ছন্ন। জীবনের বহু সমস্যা ভুলে থাকতে অনেকেই এই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে যান। চাকরি না পাওয়া হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবক ব্যথা-বেদনা ভুলতে অনেক সময় নেশাকেই আঁকড়ে ধরে। সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলি সম্পর্কে যুব সমাজকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার ক্ষেত্রে মদ তাই শাসক শ্রেণির হাতে অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। অবশ্য মদ প্রসার নীতির সমর্থকরা বলেন, সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া জরুরি। রাজস্বের প্রয়োজন আছে এ কথা ঠিক। কিন্তু রাজস্ব আদায় করার জন্য সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ধসিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তাদের দিল কে? রাজস্ব আদায়ের তো বহুবিধ পথ রয়েছে। পুঁজিপতিদের অনাদায়ী কর আদায়ের মধ্য দিয়েই সরকার রাজকোষ ভরতে পারে, কিন্তু এ সবে গুরুত্ব না দিয়ে মদ প্রসারকেই হাতিয়ার করার মধ্যে রয়েছে সমাজের নৈতিকতা ধসিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র।

মদের প্রসারে কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকারের সাম্প্রতিক ভূমিকা খুবই নিন্দনীয়। মদের প্রতি ব্যাপক মানুষকে আকৃষ্ট করতে মহীশূরে সরকার মদ-মেলা করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ খবর জানা মাত্রই ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও, যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও এবং মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস ১৮ অক্টোবর সে রাজ্যে রামা-স্বামী সার্কেলে বিক্ষোভ দেখায়। শুধু কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই নয়, ২০০৭ সালে এই রাজ্যে তৎকালীন বি জে পি সরকারের মদ প্রসার কর্মসূচির বিরুদ্ধেও তারা আন্দোলন করেছিল। বিজেপি একটা ভিন্ন ধরনের পার্টি, মূল্যবোধভিত্তিক পার্টি — এই সব স্বঘোষিত তকমা বিজেপি নেতারা ধারণ করলেও এবং মিডিয়া তা প্রচার করলেও কর্ণাটকে মদের প্লাবন ঘটাতে বিজেপিও কংগ্রেসের থেকে কোনও অংশে কম নয়।

পশ্চিমবঙ্গে পূর্বতন সিপিএম সরকার মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া, রেডি টু ড্রিংক নামে মদের পাউচ সহজলভ্য করে দেওয়া এ সবের অন্যতম কারিগর। বামপন্থী শক্তি হিসাবে সিপিএম, সিপিআই প্রভৃতি দলগুলির কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল, এরা আর যাই হোক বুর্জোয়াদের সেবাদাস হয়ে সরকার চালাবে না। কিন্তু তাদের চৌত্রিশ বছরের শাসন দেখিয়ে দিয়েছে প্রশাসন পরিচালনায় ও সরকারি নীতি গ্রহণে বুর্জোয়াদের সাথে তাদের কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। আজ তৃণমূল যে মদ প্রসার নীতি নিয়ে চলছে তা সিপিএমের মদ-নীতিরই পরিবর্ধিত সংস্করণ। সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের শাসনে তাদের মদ প্রসার নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল যে ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস— আজ তৃণমূল শাসনেও তারাই আন্দোলনের রাস্তায়।

কয়লা খনি কেলেঙ্কারি

একের পাতার পর

যেতে পারে।' ইনফোসিস কর্তা যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, 'শিল্পপতিদের এ ভাবে নিশানা করাটা অর্থনীতির পক্ষে খারাপ হবে।'

কোনও শিল্পপতি যদি বেআইনি পথে জাতীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করে এবং সরকার তথা প্রশাসন যদি তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় তবে তা অর্থনীতির পক্ষেই বা কেন খারাপ হবে আর বণিক মহলেই বা কেন ভুল বার্তা যাবে? গণতান্ত্রিক একটি ব্যবস্থায় কোনও একজন সাধারণ মানুষের সাথে একজন শিল্পপতির অধিকারে কোনও পার্থক্য থাকার কথা কি? তা হলে একই অভিযোগে একজন সাধারণ মানুষকে যেখানে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে প্রশাসনের এতটুকু সময় লাগে না, বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেলে পচতে হয়, সেখানে একজন শিল্পপতির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত শুরু হতেই এত বিরোধিতা উঠছে কেন? তা হলে বাণিজ্য মন্ত্রীর ঠিক বার্তাটি কী? সরকার শিল্পপতিদের দুর্নীতি সম্পর্কে চোখ-কান বন্ধ করে রাখবে এবং শিল্পপতিদের একের পর এক দুর্নীতি চালাতে দেবে, এ কথাই কি বাণিজ্যমন্ত্রী বলতে চেয়েছেন? তা হলে সে কথাটাই কংগ্রেস নেতারা প্রকাশ্যে জনসমক্ষে বলেন না কেন? কেন তাদের যুবরাজ একই সাথে একদিকে দুর্নীতিগ্রস্ত কুমারমঙ্গলমের সাথে অর্থমন্ত্রীর বৈঠকের ব্যবস্থা করছেন, অপর দিকে জনসভাগুলিতে বলে চলেছেন, কংগ্রেস গরিবের স্বার্থ দেখে, পুঁজিপতিদের স্বার্থ নয়?

প্রধান বিরোধী দল বিজেপির ভূমিকাও এই ঘটনায় প্রকাশ্যে এসে গেল। বিড়লার দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপি প্রথম দিকে বেশ সোচ্চার ছিল, কিন্তু যেই পুঁজিপতিদের বিভিন্ন সংগঠন বিড়লার পিছনে দাঁড়াল এবং কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকল অমনি বিজেপির সুরও বদলে গেল। কারণ কংগ্রেসের মতোই তাদেরও ভোটে জেতার জন্য এই শিল্পপতিদের দেওয়া অর্থ এবং প্রচারের উপরই নির্ভর করতে হয়। দুর্নীতি নিয়ে বেশি হইচই করলে তাদের থেকে তেমন সমর্থন না-ও মিলতে পারে। অতএব বিজেপির বীরদর্পে পশ্চাদপসারণ। না হলে প্রধানমন্ত্রীকে ধরার এত বড় সুযোগ পেয়েও তারা কখনও তা হাতছাড়া করত না।

কংগ্রেস এবং বিজেপির আচরণ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই সব দলগুলি তথা তাদের পরিচালিত সরকার এবং নেতা-মন্ত্রীদের জনসমক্ষে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির থেকেও শিল্পপতিদের সন্তুষ্ট করে চলাটা তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই দুর্নীতির সমর্থনে এমন বেপরোয়াভাবে তারা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

পুঁজিপতিদের সম্পর্কে চিরকালই কংগ্রেস এ-জিনিস করে এসেছে। বিজেপি যখন ক্ষমতায় থেকেছে তখন তারাও একই কাজ করেছে। কখনওই কেউ শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের দুর্নীতি বা বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি শুধু নয়, মন্ত্রী-আমলা-পুঁজিপতিদের মিলিত চক্র দেশের সমস্ত সম্পদ লুঠ করে চলেছে। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা, কয়লা-লোহা-তামা-তেল-গ্যাস থেকে শুরু করে সমস্ত রকম খনি, জল, জঙ্গল প্রভৃতি কোনও কিছুই আজ এই চক্রের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। সম্প্রতি ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিতেও দেখা গেছে টেলিকম মন্ত্রী ডি রাজা-টাটা-আম্বানি চক্র কীভাবে কাজ করেছে। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কথা সকলেরই মনে আছে। নেহেরু হুঙ্কার দিয়েছিলেন, স্বাধীন দেশে দুর্নীতিগ্রস্ত-কালোবাজারিদের ধরে ল্যাম্পপোস্টে ঝোলানো হবে। দেশের মানুষ দেখেছেন তাদের একজনকেও ল্যাম্পপোস্টে ঝোলানো হয়নি, বরং দুর্নীতিগ্রস্ত কালোবাজারি ফাটকাবাজ পুঁজিপতিরাই মূল্যবৃদ্ধির বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে সাধারণ মানুষকেই ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় কংগ্রেস বিজেপি প্রভৃতি দলগুলি আসলে কাদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং কাদের উপর নির্ভর করে চলে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে যতই সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা বলা হোক, বাস্তবে এই গণতন্ত্র মানে যে পুঁজিপতিদের মুনাফার গণতন্ত্র, চুরি-দুর্নীতি-অবাধ লুঠতরাজের গণতন্ত্র, একের পর এক ঘটনায় তা আজ দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট হচ্ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সরকার হল পুঁজিপতিদের শোষণ-লুণ্ঠনের পাহারাদার বা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থপূরণের রাজনৈতিক ম্যানেজার। ফলে এই সরকারের কাছ থেকে জনগণ ভালো কিছু পেতে পারে না।

আজ দিন এসেছে এ কথা ভাবার যে, আমরা কি চিরকাল পুঁজিপতি এবং তাদের সেবাদাস দলগুলির মিলিত চক্রের এই অবাধ শোষণ-লুণ্ঠন নীরবে দেখেই যাব, গণতন্ত্রের ল্যাম্পপোস্টে তাদের টাঙানো ফাঁসির দড়িতে ঝুলতেই থাকব, নাকি এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ কী তা ভাবব? তা তা হলে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে হবে না, ঘরে বসে কালোবাজারি, দুর্নীতিগ্রস্ত পুঁজিপতি আর নেতাদের বাপান্ত করলেও হবে না, এই সব কিছুর বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে অংশ নিতে হবে। দুর্বার আন্দোলনের চাপে একদিন সমস্ত দুর্নীতি দুর্ভোগের উৎস এই ব্যবস্থাটাকে বদলে দিতে হবে।

নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে ভুবনেশ্বরে নাগরিক কনভেনশন

২২ সেপ্টেম্বর ভুবনেশ্বরে ক্রমবর্ধমান নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপিকা অরুণা মিশ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিক থেকে সমস্যার কারণগুলি তুলে ধরেন এবং তা নিরসনে প্রশাসনের নীরব দর্শকের ভূমিকা সমস্যাকে আরও বাড়তেই সাহায্য করছে বলে মত প্রকাশ করেন। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব শ্রোতারা সানন্দে গ্রহণ করেন। সমাজতত্ত্ববিদ অধ্যাপিকা রীতা রায়কে সভাপতি এবং বিজয়লক্ষ্মী পাত্রকে সম্পাদিকা করে 'নারী মর্যাদা সুরক্ষা নাগরিক কমিটি' গঠিত হয়।

সংবাদমাধ্যমে কনভেনশনের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বহু মানুষ এই আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এ ছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মহিলা কলেজে এ বিষয়ে বৈঠক করার জন্য উদ্যোক্তাদের আহ্বান জানানো হয়।

মালদহে ডাক্তার নিগ্রহের প্রতিবাদ

২৯ সেপ্টেম্বর মালদহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রাজ্যের এক দায়িত্বশীল মন্ত্রী দুষ্কৃতী বাহিনীর সহযোগিতায় এবং জেলা প্রশাসনের উপস্থিতিতে যে ভাবে কলেজের অধ্যক্ষকে কর্তব্যরত অবস্থায় মারধর করেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন 'সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম'। সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক প্রদীপ ব্যানার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস এক বিবৃতিতে বলেন, এই ধরনের আক্রমণের ফলে মেডিকেল কলেজের পঠনপাঠন ও রোগী পরিষেবার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তাঁরা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং কর্মরত ডাক্তার নার্স ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানান।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ছাত্র সম্মেলন

এ আই ডি এস ও-র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অষ্টম সম্মেলন ৬ অক্টোবর বালিচক ভজহরি ইনস্টিটিউশনে ৪০০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা বালিচক স্টেশন থেকে 'শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণ করা চলবে না, নারী নির্যাতন বন্ধ কর, পাশ-ফেল প্রথা পুনরায় চালু করতে হবে' ইত্যাদি দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড ও পতাকায় সুসজ্জিত এক মিছিল করে সম্মেলন স্থলে পৌঁছায়। বক্তব্য রাখেন হরিমতি হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি পুলিনবিহারী পড়িয়া। সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি কমরেড কমল সাঁই, রাজ্য সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায় শিক্ষার উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আক্রমণ ও নীতিগুলি তুলে ধরেন। এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি বক্তব্য রাখেন। কমরেড দীপক পাত্রকে সভাপতি ও কমরেড মণিশংকর পট্টনায়ককে সম্পাদক করে ৫৮ জনের জেলা কমিটি ও ১০২ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

আন্দোলনের ফলে জুড়ল বেআইনিভাবে কাটা লাইন

অবৈধভাবে বিদ্যুতের লাইন কাটার প্রতিবাদে এবং বিপিএল গ্রাহকদের নামে ১০-১২ হাজার টাকা করে বিদ্যুতের বিল পাঠানোর প্রতিবাদে ৭ অক্টোবর অ্যাবেকা আসানসোল কমিটির পক্ষ থেকে স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এক সুসজ্জিত মিছিল ২ কিমি পথ পরিক্রমা করে এস এম দপ্তরের সামনে আসে এবং বিক্ষোভ দেখায়। বিভাগীয় আধিকারিক সমস্ত বিষয় শুনে চার ঘন্টার মধ্যে কাটা লাইন জুড়ে দেন। বিপিএল গ্রাহকদের অযৌক্তিক বিলের ক্ষেত্রে বলেন, মিটার পরীক্ষা করে বিষয়টি দেখা হবে।

পার্টি কমিটিগুলির কী পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত

মাও সে-তুং

১৩ মার্চ, ১৯৪৯

(১) একটি পার্টি কমিটির সেক্রেটারিকে ভালো 'স্কোয়াড লিডার' হতে হবে। একটি পার্টি কমিটিতে ১০ থেকে ২০ জন সদস্য থাকে। এটি সৈন্যবাহিনীর একটি স্কোয়াডের মতো এবং সেক্রেটারি হলেন স্কোয়াড লিডার।একটি স্কোয়াডকে ভালোভাবে পরিচালনা করা সত্যিই সহজ নয়। পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির এক একটি ব্যুরো অথবা সাব-ব্যুরো এখন বিশাল অঞ্চলকে নেতৃত্ব দেয় এবং তাদের ওপর বিরাট দায়িত্ব। নেতৃত্ব দেওয়ার অর্থ শুধু সাধারণ বা বিশেষ কোনও পলিসি নির্ধারণ করা নয়, সাথে সাথে কাজের সঠিক পদ্ধতিও নির্ণয় করা। সাধারণ এবং সুনির্দিষ্ট নীতি থাকা সত্ত্বেও সমস্যা দেখা দেয়, যদি কাজের সঠিক প্রক্রিয়াকে অবহেলা করা হয়। নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হলে, পার্টি কমিটিকে অবশ্যই 'স্কোয়াড মেম্বার'দের ওপর নির্ভর করতে হবে এবং তারা যাতে তাদের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারে, সে ব্যাপারে তাদের যোগ্য করে তুলতে হবে। একজন ভালো 'স্কোয়াড লিডার' হতে গেলে সেক্রেটারিকে যথেষ্ট পড়াশুনা করতে হবে এবং নানা বিষয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতে হবে। সেক্রেটারি অথবা ডেপুটি সেক্রেটারির পক্ষে তাঁর স্কোয়াডকে ভালো ভাবে পরিচালনা করা কঠিন হবে যদি তিনি তাঁর স্কোয়াডের সদস্যদের মধ্যে পার্টির বক্তব্য প্রচার করার এবং স্কোয়াড সদস্যদের নিয়েও যে সাংগঠনিক কাজ করা দরকার, সে বিষয়ে যত্নবান না হন। তিনি যদি তাঁর কমিটি মেম্বারদের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারেন বা সাফল্যের সঙ্গে মিটিং পরিচালনা করা শিখতে না পারেন, তা হলেও স্কোয়াডকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবেন না। সকল স্কোয়াড সদস্য এক তালে চলতে না পারলে, সংগ্রাম ও নির্মাণ কার্যে রত লক্ষ লক্ষ মানুষকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন না। পার্টি সেক্রেটারি এবং কমিটি মেম্বারদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই সংখ্যালঘিষ্ঠদের দ্বারা গরিষ্ঠদের অভিমত মেনে নেওয়ার নীতি নিয়ে চলতে। এখানেই সৈন্যবাহিনীর স্কোয়াডের সাথে পার্টি স্কোয়াডের পার্থক্য আছে। এখানে বোঝার সুবিধার জন্য এই উপমাটা আমরা আনলাম।

(২) সমস্যা দেখা দিলে তা কমিটি সদস্যদের সামনে রাখুন। এটা শুধু'স্কোয়াড লিডার'ই নন, অন্যান্য কমিটি মেম্বারও করবেন। আড়ালে গুজগুজ ফুসফুস করবেন না। সমস্যা দেখা দিলে মিটিং ডাকুন। তা নিয়ে সকলে মিলে আলোচনা করুন, সিদ্ধান্ত নিন, সমস্যার সমাধান হবে। যদি সমস্যা নিয়ে আলোচনা না হয়, তা হলে তা নিষ্পত্তিহীন ভাবে থেকে যাবে এবং বছরের পর বছর ধরে চলতেই থাকবে। স্কোয়াড লিডার এবং কমিটি মেম্বারদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বোঝাবুঝি (আন্ডারস্ট্যান্ডিং) গড়ে তুলতে হবে। সেক্রেটারি এবং কমিটি মেম্বার, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং তার ব্যুরোগুলি, ব্যুরো এবং আঞ্চলিক পার্টি কমিটিগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাবুঝি, সমর্থন ও বন্ধুত্ব থাকার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। অতীতে এই বিষয়টি খুব কম গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের সময় থেকে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে এবং বন্ধুত্ব ও ঐক্যের বন্ধন অনেক দৃঢ় হয়েছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আমাদের সর্বদাই মনোযোগ দিয়ে যেতে হবে।

(৩) 'খবরাখবর আদানপ্রদান করুন'। এর অর্থ, যেসব বিষয় পার্টি কমিটির সদস্যদের নজরে আসছে তা পরস্পরকে জানানো এবং মতামত বিনিময় করা দরকার। সকলের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিব্যক্তি গড়ে তোলার জন্য এটি খুবই জরুরি। কেউ কেউ এটা করেন না। এঁরা হচ্ছেন, লাও ৎসে-র ভাষায়, "তেমন মানুষ যারা প্রতিবেশী হয়েও সারা জীবন একে অপরের ঘরে যায় না।" এর ফলে তাঁদের অভিন্ন চিন্তা ও অভিব্যক্তিতে ঘাটতি থাকে। অতীতে আমাদের কিছু উচ্চ পর্যায়ের ক্যাডাররাও এমনকী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল তত্ত্বগত বিষয়েও অভিন্ন উপলব্ধি নিয়ে চলতেন না, কারণ তাঁরা যথেষ্ট পড়াশোনা করেননি। বর্তমানে পার্টির মধ্যে অনেকটা অভিন্ন উপলব্ধি এসেছে। কিন্তু এখনও এ সমস্যা পুরোপুরি সমাধান হয়নি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে 'মধ্য চাষি' ও 'ধনী চাষি' বলতে কী বোঝায়, সে সম্পর্কে উপলব্ধির ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য এখনও রয়েছে।

(৪) যে বিষয়টি আপনি বোঝেন না বা আপনার জানা নেই, সে বিষয়ে জুনিয়ারদের কাছে থেকে জানুন এবং সে সম্পর্কে আপনার সমর্থন বা বিরোধিতা কখনও হালকাভাবে প্রকাশ করবেন না। দলের কোনও কোনও দলিল লেখার পর প্রকাশের আগে কিছুদিন রেখে দেওয়া হয়। কারণ তার কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন থাকে এবং সেক্ষেত্রে প্রথমে নিচের তলার কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। আমরা যে বিষয় জানি না, তা কখনই 'জানি' এমন ভান করা উচিত নয়। "নিচের তলার মানুষকে জিজ্ঞাসা করে জানার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করা উচিত নয়" এবং নিচের তলার কর্মীদের মতামত মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত। শিক্ষক হওয়ার আগে ছাত্র হন; কোনও নির্দেশ দেওয়ার আগে নিচের তলার কর্মীদের কাছ থেকে সে বিষয়ে জানুন। সমস্যা বিচারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির সকল ব্যুরো এবং সমস্ত পার্টি কমিটির এটাই রীতি হওয়া দরকার। একমাত্র সামরিক জরুরি বিষয় অথবা যে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা আছে, সেগুলির কথা আলাদা। এতে কারোর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না, বরং বাড়বে। যেহেতু আমাদের সিদ্ধান্তগুলোতে নিচের তলার কর্মীদের সঠিক মতামতগুলি যুক্ত করা হয়েছে, সেই কারণে তারাও এটাকে সমর্থন করবে। কর্মীরা যা বলেন, তা ঠিক হতে পারে, ভুল হতে পারে— কিন্তু আমাদের তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। আমরা সঠিক মতামতকে গ্রহণ করব এবং সেগুলি কাজে লাগাব। কেন্দ্রীয় কমিটি নেতৃত্ব যে সঠিক তার অন্যতম প্রধান কারণ হল বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে যে রিপোর্ট, সঠিক মতামত এবং অন্যান্য বিষয়গুলি আসে, কেন্দ্রীয় কমিটির সেগুলির নির্যাস গ্রহণ করে। সেগুলি না এলে সঠিক নির্দেশ দেওয়া কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। নিচের তলার ভুল মতামতও ভালো করে শুনুন, তাঁদের বক্তব্য একেবারে না শোনা ঠিক নয়। ভুল বক্তব্যের ভিত্তিতে অবশ্য আমরা ক্রিয়া করব না, কিন্তু সেই মতের ভুল আমরা তাঁদের বুঝিয়ে দেব।

(৫) 'পিয়ানো বাজাতে শিখুন'। পিয়ানো বাজাতে হাতের দশটি আঙুলকেই ব্যবহার করতে হয়। কয়েকটা আঙুল নড়বে আর অন্য আঙুলগুলি নিষ্ক্রিয় থাকবে, এতে বাজনা হবে না। আবার সব আঙুলগুলি একসঙ্গে চাপ দিলে সুর হবে না। সুন্দর সুর বাজাতে হলে দশটি আঙুলকে ছন্দের সাথে এবং পরস্পর সমন্বয় রেখে চালনা করতে হবে। মূল কর্তব্য সম্বন্ধে একটি পার্টি কমিটির স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। সাথে সাথে মূল কর্তব্যকে ঘিরে আরও নানা ক্ষেত্রে তার কাজ ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের নজর দিতে হবে — অঞ্চল, সশস্ত্র ইউনিট ও ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম আমাদের দেখাশোনা করা উচিত। কিছু কাজ সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে দেখছি, বাকি কাজ দেখা বাদ দিচ্ছি এটা চলবে না। যেখানেই সমস্যা দেখা দেবে, সেখানেই আমাদের আঙুল ছোঁয়াতে হবে অর্থাৎ হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং এই পদ্ধতিকে আয়ত্ত করতে হবে। কেউ কেউ পিয়ানো ভালো বাজাতে পারেন কেউ কেউ ভালো পারেন না। ফলে তারা যে সুর তোলেন তাতে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে যায়। পার্টি কমিটির সদস্যদের 'পিয়ানো বাজানো' ভালো করে শিখতে হবে।

(৬) 'ভালো করে আয়ত্ত করুন'। অর্থাৎ, মূল কর্তব্যকে শুধু 'আয়ত্ত' করলেই হবে না, পার্টি কমিটিকে মূল দায়িত্ব 'ভালো ভাবে আয়ত্ত করতে হবে। কেউ কোনও কিছুকে কোনও রকম আলগা না দিয়ে যখন শক্ত করে ধরতে পারে, তখনই সেই বিষয়ে তার দখল আসে। দৃঢ় হাতে ধরতে না পারলে ধরাই হয় না। হাত যদি কোনও জিনিসকে শুধু ধরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে মুঠির মধ্যে না নেয়, তা হলে সেটা ধরাই নয়। কিছু কমরেড প্রধান কর্তব্যকে আয়ত্ত করেন, কিন্তু তাতে দৃঢ়তা থাকে না। সেই কারণে তাঁরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করেন না। তাই না বুঝলে কিছুই করা যাবে না, আবার বোঝা বা কোনও কিছু ধরা যদি দৃঢ়তার সাথে বা শক্ত মুঠিতে না হয়, তা হলে কোনও কাজ হবে না।

(৭) 'মাথায় পরিসংখ্যান থাকা দরকার' অর্থাৎ, যে কোনও পরিস্থিতি অথবা সমস্যার পরিমাণগত দিকটি দেখা দরকার এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রত্যেক বৈশিষ্টই (কোয়ালিটি) নিজেকে প্রকাশ করে কোনও পরিমাণ দ্বারা। পরিমাণ ছাড়া কোনও বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্বও সম্ভব নয়। আজও বহু কমরেড বুঝতে পারেন না, যে কোনও বিষয়ের পরিমাণগত দিকটি তাদের লক্ষ করা উচিত— তার মূল পরিসংখ্যান, শতাংশের হিসাব এবং পরিমাণগত সীমা— যা বিষয়ের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দেয়। সেই সব কমরেডদের মাথায় এই 'সংখ্যা' না থাকার ফলে তাঁরা ভুল করতে বাধ্য হন। উদাহরণ স্বরূপ, ভূমি সংস্কার করার ক্ষেত্রে জমিদারদের সংখ্যা, ধনী-চাষি, মধ্য-চাষি, গরিব-চাষির সংখ্যা এবং প্রত্যেক অংশের চাষির কে কী পরিমাণ জমির মালিক— এই সব কিছুর ভিত্তিতেই আমরা সঠিক নীতি নির্ধারণ করতে পারি। কাদের ধনী-চাষি বলা হবে, কারা সম্পন্ন মধ্য-চাষি এবং শোষণের মাধ্যমে কী পরিমাণ আয় হলে একজন চাষি ধনী হয়, তার সঙ্গে একজন সম্পন্ন মধ্য চাষির তফাৎ কী — এই সমস্ত ক্ষেত্রে পরিমাণগত দিকটি নির্দিষ্ট করা দরকার। গণআন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সক্রিয় সমর্থকদের সংখ্যা, বিরোধী ও নিরপেক্ষদের সংখ্যা জানা ও তা বিশ্লেষণ করা দরকার। কোনও সমস্যাই মনগড়া ধারণা বা ভিত্তিহীন ভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

(৮) 'সকলকে আশ্বস্ত করার জন্য নোটিশ'। মিটিংয়ের নোটিশ আগেভাগেই দেওয়া উচিত। এটা তাদের 'নিশ্চিন্ত করার জন্যই' সময়মতো দিতে হয়, যাতে তাঁরা বোঝেন কী বিষয়ে আলোচনা হতে যাচ্ছে, কোন কোন সমস্যা সমাধান করতে হবে এবং তাঁরা যাতে তার জন্য সময়মতো প্রস্তুতি নিতে পারেন। কোথাও কোথাও রিপোর্ট এবং খসড়া প্রস্তাব তৈরি না করেই ক্যাডারদের মিটিং ডাকা হয়। যখন সভাস্থলে সকলে এসে পড়েন, তখন তাড়াহুড়ো করে যা হোক কিছু একটা খাড়া করা হয়। এটা সেই প্রবাদের মতো — 'সৈন্যদল এবং ঘোড়া এসে গেছে কিন্তু তাদের খাদ্য এসে পৌঁছায়নি'। এটা কাজের কথা নয়। মিটিংয়ের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না হয়ে থাকলে মিটিং ডাকবেন না।

(৯) 'সংখ্যায় অল্প কিন্তু ভালো সৈন্য বাহিনী এবং সরল পরিচালনা ব্যবস্থা'। কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, বক্তৃতা এবং প্রস্তাব যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত এবং বিষয়ানুগ হওয়া উচিত। মিটিংগুলিও দীর্ঘ সময় ধরে চলা উচিত নয়।

(১০) যে কমরেডরা আপনার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন তাঁদের সঙ্গে ঐক্য এবং একত্রে কাজ করার বিষয়ে মনোযোগ দিন। এটা আঞ্চলিক কর্মক্ষেত্রে এবং সৈন্যদলের মধ্যে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। এটা পার্টি বহির্ভূত জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দেশের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে এসে আমরা একত্রিত হয়েছি। কাজের ক্ষেত্রে আমাদের মতো সম মতাবলম্বী কমরেডদের সঙ্গেই শুধু নয়, ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষদের সঙ্গেও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমাদের যত্নশীল হতে হবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা গুরুতর ভুল করেছেন, তবুও বিরূপ না হয়ে তাঁদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

(১১) ঔদ্ধত্য সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। যাঁরাই নেতৃত্বকারী ভূমিকায় আছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এটি নীতিগত বিষয় এবং সকলের সঙ্গে ঐক্যরক্ষার একটি আবশ্যিক শর্ত। এমনকী যাঁরা কোনও গুরুতর ভুল করেননি এবং কাজে বিরাট সাফল্যও পেয়েছেন তাঁদেরও উদ্ধত হওয়া উচিত নয়। পার্টির নেতাদের জন্মদিবস পালন করবেন না। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং কঠিন শ্রম— এটাই আমাদের স্টাইল হওয়া উচিত। তোষামোদ করা এবং বাড়াবাড়ি রকমের প্রশংসা করা একেবারে বন্ধ করুন।

(১২) দু'টি বিষয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করুন। প্রথমত, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে, ইয়েনান ও সিয়ানের মধ্যে পার্থক্য। কেউ কেউ বোঝেন না যে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই করতে হবে। যেমন, তাঁরা যখন আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন তখন ইয়েনানের প্রসঙ্গ এমনভাবে তোলেন যেন, সেখানে কোনও কিছুই ঠিকঠাক চলছে না। তাঁরা ইয়েনানের আমলাতন্ত্র এবং সিয়ানের আমলাতন্ত্রের মধ্যে তুলনা এবং পার্থক্য করতে ভুলে যান। এটা একটা মৌলিক ভ্রান্তি। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবী কর্মীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সঠিক ও বেঠিকের মধ্যে, সাফল্য ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা প্রয়োজন এবং দেখা দরকার দু'টির মধ্যে কোনটি মুখ্য, কোনটি গৌণ। কোনও একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে তাঁর কাজের সাফল্য মোট কাজের ৩০ শতাংশ না ৭০ শতাংশ অথবা উল্টে টা। বাড়িয়ে বা কমিয়ে বললে কাজ হবে না। যদি তাঁর সাফল্য ৭০ শতাংশ হয়, তা হলে তাঁর কাজকে প্রধানত অনুমোদন করতে হবে। যে কাজে সাফল্যই প্রধান, তাকে ত্রুটি-প্রধান কাজ বলে বর্ণনা করা একেবারেই ভুল। যে কোনও সমস্যাকে দেখার ক্ষেত্রে আমাদের এই সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে — বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব এবং সাফল্য ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে। আমরা যে কোনও বিষয়কে সঠিকভাবে বিচার করতে পারব, যদি দু'টি বিষয়ের

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

ওড়িশায় দলের উদ্যোগে

ফাইলিন দুর্গতদের চিকিৎসা ও ত্রাণ শিবির

মারাত্মক ঝড় 'ফাইলিন' দুর্গতদের ত্রাণকাজে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দুর্গতদের উদ্ধার, রাজ্য জুড়ে ত্রাণ সংগ্রহ, মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন প্রভৃতি নানা ভাবে কর্মীরা কাজ করে চলেছেন।

কটক জেলার বাঁকি মহকুমার বন্যাদুর্গত ডেঙ্গাম্বা, জেনাপুর, কিয়াপাল্লা, ব্রহ্মপুর এলাকায় চারটি ত্রাণশিবির ও তিনটি মেডিকেল ক্যাম্প চালানো হচ্ছে।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'মিলিত স্বাবলম্বী কারিগর সংঘ' ও 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার'। তাদের কর্মীরাও এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের সঙ্গে সমস্ত রকম ত্রাণ ও চিকিৎসার কাজে এগিয়ে এসেছেন।

কেরালায় নেতা-কর্মীদের সভায় সর্বাত্মক সংগ্রামের আহ্বান জানালেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

দলের সাংগঠনিক বিস্তার ও বিভিন্ন গণআন্দোলনে দলের নেতৃত্বকারী ভূমিকা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া এবং আচরণবিধি ও যথার্থ কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম সম্পর্কে কর্মীদের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ৫-৬ অক্টোবর কেরালার আদুরে দলের রাজ্য কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। উপস্থিত কর্মীরা সংগঠন ও জীবনের নানা দিক নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর কমরেড চক্রবর্তী বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা সহ কমরেডদের ত্রিস্তরীয় সংগ্রামে নিয়োজিত হওয়ার আবেদন জানান। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় ও কমরেড নীহার মুখার্জীর নির্দেশিত পথে কর্মীদের ব্যক্তিগত সংগ্রাম, দলের অভ্যন্তরে এবং সর্বসাধারণকে যুক্ত করে সংগ্রাম গড়ে তোলার উপর জোর দেন।

মার্কিন-ভারত সামরিক জোট গঠনের পরিণাম ভয়ঙ্কর

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেছেন, বেশ কিছুকাল ধরেই ভারত সরকার কুখ্যাত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নানা দুষ্কর্ম, অপর দেশে হানাদারির প্রতি নীরব সম্মতি দিয়ে যাচ্ছে। এরই পথ ধরে সম্প্রতি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কুখ্যাত পারমাণবিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যুদ্ধবাজ পেন্টাগনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সামরিক জোটবদ্ধনে যাওয়ার আগে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকারের উত্থাপিত সমস্ত ভয়ানক শর্তাবলী নির্লজ্জভাবে মেনে নিলেন। এই সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সামরিক প্রযুক্তি বিনিময়, বাণিজ্য, গবেষণা, সর্বাধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও পরিষেবার যৌথ উন্নতিসাধন ও যৌথ উৎপাদনের ক্ষেত্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ দেশ হিসাবে গণ্য হবে ভারত এবং মার্কিন একচেটিয়া যুদ্ধব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য এদেশে বিক্রি করবে। ভারতকে একটি বিশ্বশক্তি হিসাবে অভিহিত করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতায় এদেশের প্রধানমন্ত্রী সিরিয়া ও ইরান সম্পর্কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বর্বরতা ও গুণ্ডামিকে চাটুকারিতার সাথে যেভাবে সমর্থন করেছেন, তা ন্যক্কারজনক।

তিনি বলেন, ভারত সরকারের এই পদক্ষেপ এস ইউ সি আই (সি)-র বিশ্লেষণকেই সত্য বলে প্রমাণ করে যে, ভারতের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এশিয়ার 'সুপার পাওয়ার' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এই অঞ্চলে নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকা তৈরির বাসনা পোষণ করছে। সেই উদ্দেশ্যেই ভারত যুদ্ধবাজ পেন্টাগনকে একদিকে ঢালাও সুযোগ সুবিধা দিয়ে ও অন্যদিকে প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের দুরভিসন্ধিমূলক আন্তর্জাতিক নীতি ও পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন করে তাদের সঙ্গে ক্রমাগত ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তুলছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ ভারতের সমস্ত স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থবাহী সরকার তথাকথিত অসামরিক পরমাণু চুক্তি করার এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সামরিক জোট গড়ে তোলার যে চরম জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ নিতে চলেছে, সে বিষয়ে তাঁদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এই পদক্ষেপের অর্থ হল, বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ বাধানো ও যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত কাপুরুষোচিত ও আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্রগুলিকে, যে কোনও অজুহাতে ইচ্ছা মতো যে কোনও দেশে আগ্রাসন চালানোর কুকর্মকে সমর্থন জানানো, যেগুলির মধ্য দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই পদক্ষেপ ভারতকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটি বশংবদ রাষ্ট্রের স্থানে নামিয়ে দেবে, একটি ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে ভারত বিবেচিত হবে এবং তার ফলে অন্যান্য দেশের জনগণের সন্দেহ ও অসন্তোষের সম্মুখীন হবে।

(আগের সংখ্যায় প্রকাশিত এই বিবৃতিতে মুদ্রণজনিত গুরুতর ত্রুটি ঘটে যাওয়ায় এটি পুনরায় প্রকাশ করা হল।)

স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ডিএসও-র বিক্ষোভ

৭ অক্টোবর এ আই ডি এস ও রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর নর্থ বেঙ্গল ডেন্টাল কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ডিএসও সমর্থক ছাত্রদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালায়। প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সময় কলেজের টিএমসিপি ইউনিয়ন ফি-র নাম করে প্রতিটি ছাত্রের থেকে বেআইনিভাবে ৭০০ টাকা আদায় করছিল। ডিএসও তার প্রতিবাদ জানালে টিএমসিপি-র দুষ্কৃতীরা লাঠি, হকি স্টিক ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ১০ জন ডি এস ও কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

এ আই ডি এস ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায় বলেন, সমস্ত ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষ আক্রমণকারী টি এম সি পি নেতাদের আড়াল করছে শুধু নয়, শাসক দলের নেতাদের ঐ সকল বেআইনি কাজকে সমর্থন করছে। এর আগেও কলেজে ডি এস ও সমর্থকদের উপর বারবার হামলা হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, এ কারণেই আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করছি। দোষীরা শাস্তি না পেলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

কী পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত

সাতের পাতার পর

পৃথকীকরণের কথাটি মনে রাখতে পারি। না হলে, সমস্যার প্রকৃতি বুঝতে আমরা গোলমাল করে ফেলব। সঠিক ভাবে পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ অবশ্যই প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণ।

পলিটিক্যাল ব্যুরো এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি কার্যকর করার দ্বারাই কেবলমাত্র পার্টি কমিটিগুলি তাদের কাজ ভালো করে করতে পারবে। পার্টি কংগ্রেসগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ছাড়াও নেতৃত্ব প্রদানের কাজটি যথাযথ ভাবে করার জন্য সর্বস্তরের পার্টিকমিটিগুলির পক্ষে উপরোক্ত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কর্মপদ্ধতিকে বারবার খুঁটিয়ে বিচার করে তা ত্রুটিহীন করার জন্য আমাদের অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে, যাতে পার্টিকমিটিগুলির নেতৃত্ব দান করার যোগ্যতা আরও উন্নত হতে পারে।

●● (ইয়েনান — ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল ইয়েনান। সিয়ান - প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিনটাং শাসনের কেন্দ্র ছিল উত্তর-পশ্চিম চীনের সিয়ানে। কমরেড মাও সে-তুঙ্গের কথায় দু'টি শহর ছিল বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের প্রতীক।)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in